দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

২৮ শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিচ্ছে শিক্ষা অধিদপ্তর

□ ফারুক হোসাইন : নীতিমালা অমান্য করে কোচিংয়ের সাথে জড়িত থাকায় ২৮ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতোমধ্যে অনুমোদন দিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক নোমান-উর-রশিদ।

নীতিমালা অমান্য করে কোচিং

কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকার সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ায় ২ জন শিককে কারণ দর্শানো নোটিশ ও ২৬ জনকে চাকরিচ্যুতির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কাছে সুপারিশ করবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য শিক্ষা পৃঃ ২ ক ঃ ২

২৮ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয় গত ২০ জুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে কোন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করতে পারবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত এই নীতিমালা জারির পরেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে এই অভিযোগ উঠার পর কোচিংয়ের সাথে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে বের করতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির প্রধান করা হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক এ কে এম মোস্তফা কামাল। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন- ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুস সামাদ ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা অবেন্দ্র নাথ বাড়ৈ।

কমিটির সদস্যরা রাজধানীর বিভিন্ন নামকরা স্কুলের শিক্ষকদের কোচিংয়ের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি খুঁজে বের করে। কমিটি কোচিংয়ের সাথে জড়িত শিক্ষকদের একটি তালিকা করে। তালিকায় উল্লিখিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কমিটি কোচিংয়ের সাথে জড়িত থাকার সত্যতা খুঁজে পেয়েছে। তদন্ত কমিটি কোচিংয়ের সাথে জড়িতদের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে সরকারি দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ আর বেসরকারি ২৬ শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির জন্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কাছে সুপারিশ করা হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক গত বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানা যায়।

কোচিংয়ের সাথে জড়িত শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছেন- ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ফেরদৌসি বেগম, মো. শাহ আলম, কামরুন নাহার ও মিষ্টী মীর। আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের নিজাম উদ্দিন কামাল, আবুল কালাম আজাদ, সুবাস চন্দ্র পোদ্দার, কলিম মোর্শেদ, মোফাজ্জল হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন, রফিকুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নুরুল আমিন, মাসুদ হাসান, আলী মর্তুজা, আজিজুর রহমান, রুকনুজ্জামান রতন, হাসান মালিক, সরকারি বিজ্ঞান কলেজের মাসুদুর রহমান, হলিক্রস কলেজের সহকারী অধ্যাপক রড্রিকস, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের গোলাম মোস্তফা, ধিলগাঁও কোয়ালিটি এডুকেশন স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক আহম্মদ মোস্তফা, ধিলগাঁও আইডিয়াল স্কুলের এসএম জাকিরুল ইসলাম, ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজের ইংরেজি প্রভাষক মাজহারুল ইসলাম ও তেজগাঁও কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক আউয়াল সামাদ এবং ঢাকা সিটি কলেজের ইংরেজি প্রভাষক আরিফ হাসান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) নোমান-উর-রশিদ বলেন, তদন্তে নীতিমালা ভঙ্গ করে এসব শিক্ষকের কোচিংয়ের সাথে জড়িত থাকার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। তাই তদন্ত প্রতিবেদনে কোচিংয়ের সাথে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোচিং পরিচালনার ফলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। এর ফলে এক দিকে যেমন পরিবারের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে তেমনি ব্যয় নির্বাহে অভিভাবকদের হিমশিম খেতে হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে কোচিংয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন। এতে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় কোচিং বন্ধে একটি রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কোচিং বাণিজ্য বন্ধে একটি গেজেট নোটিফিকেশন বা অন্য কোনরূপ আদেশ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে। এরই প্রেক্ষিতে গত ২০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকের নির্ধারিত ক্লাসের বাইরে বা এর পূর্বে অথবা পরে কোন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/বাইরে কোন স্থানে পাঠদান করতে পারবে না।

প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে অধ্যয়নরত অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। যেখানে সর্বনিম্ন ১২টি ক্লাসে সর্বোচ্চ ৪০জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে শহরে ৩০০ টাকা, জেলায় ২০০ টাকা এবং উপজেলায় ১৫০ টাকা ফি নিতে পারবে। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমতি নিয়ে অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন।

কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না বা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না। কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকে কোচিং-এর জন্য উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন/প্রচারণা চালাতে পারবেন না। কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালাতে পারবেন না। কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে মেট্রোপলিটন/ বিভাগীয় এলাকায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তদারকি করবেন। নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, কোচিং নীতিমালা অমান্য করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত হলে এমপিও স্থগিত, বাতিল, বেতন আতাসি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন এক ধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জড়িত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সরকার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়াসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি, অধিভুক্তি বাতিল করতে পারবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়।